বাঙ্গালী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED

৬০ বছর পূর্তিতে বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

১৩ আশ্বিন ১৪২৬
২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বাণী

পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি পূবালী ব্যাংক পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের এ সকল বহুমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ও অর্থনীতির দ্রুত বিকাশে ব্যাংকিং খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। শহরের চেয়ে গ্রামেই এখন ব্যাংকের শাখা বেশি। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অভাবনীয় পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলো এসএমই খাতে জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও বেকার সমস্যার সমাধানে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যাংকিং চ্যানেলে স্বল্প সময়ে রেমিট্যান্স প্রেরণ সম্ভব হওয়ায় দেশে রেমিটেন্সের প্রবাহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান কৃষি খাত বিশেষ করে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করেছে। দেশের এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে ব্যাংকিং খাতের সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। ব্যাংকিং খাতে সঞ্চিত সমুদয় অর্থের মালিক এ দেশের জনগণ। আমি জনগণের আমানত সংরক্ষণে দেশে বিদ্যমান আর্থিক বিধিবিধান সঠিকভাবে প্রতিপালনে সকল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক, বর্তমানে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড দেশের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ ব্যাংক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, পল্লী উন্নয়ন এবং আর্ত মানবতার সেবাসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্যাংকটি যে ভূমিকা পালন করে চলেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আমি আশা করি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে এই ব্যাংকের ভূমিকা আগামীতে আরও বিস্তৃত ও জোরদার হবে।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড আগামী বছরগুলোতে আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে- এটাই আমার প্রত্যাশা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৫৯ সালে বাঙ্গালী উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এর সফল উত্তরসুরী বাংলার ঐতিহ্যে লালিত ব্যক্তিখাতের সর্বাধিক সম্প্রসারিত আজকের পূবালী ব্যাংক লিমিটেড।

ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এর গোড়াপত্তন: দেশের উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বিকাশের অসম ধারা অব্যাহত থাকায় স্টেট ব্যাংক পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাংকিং সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের তৎকালীন গভর্নরের উৎসাহ ও সহযোগীতায় কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সমাজসেবী কর্দর নগরী চট্টগ্রামে ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ও ২৫ লক্ষ টাকা ইস্যুকৃত মূলধন নিয়ে ১৯৫৯ সালে "দি ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড" নামে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯ মে ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রামের ২৮৯ টেরিবাজারে প্রস্তাবিত ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/রেজিস্টার্ড অফিস স্থাপন করা হয় এবং ১৯৫৯ সালের ২৪ আগস্ট চট্টগ্রামের টেরিবাজারে ব্যাংকের প্রথম শাখা খোলা হয়। স্থান সংকুলানের অভাবে আলোচ্য বৎসরে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ২৯৮ টেরিবাজার থেকে ৯৯ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় "সাত্তার চেম্বারে" স্থানান্তর করা হয়।

দি ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ ও পূবালী ব্যাংক নামকরণ: ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এক আদেশ (President's Order No. 26) জারীর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় সকল তফসিলি ব্যাংককে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এবং ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংকের নামকরণ হয় "পূবালী ব্যাংক"।

পূবালী ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণের সরকারী সিদ্ধান্ত: পূবালী ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণের সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৩ সালের জুন মাসে মধ্যবর্তীকালীন প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যাংকটিকে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। এরপর ব্যাংকের মালিকানা বে-সরকারী খাতে হস্তান্তর করে একটি বিক্রয় চুক্তি (Vendor's Agreement) সম্পাদন করে সরকার পূবালী ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড: ব্যাংক হস্তান্তরের জন্য গঠিত পরিচালনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১৯৮৫ সালের ২৪ জানুয়ারী পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার হোল্ডারদের এক সাধারণ সভায় ব্যাংকের পরিচালনায় দায়িত্ব ভার গ্রহণের জন্য একটি নতুন পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়। নব নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভা ২৬শে জানুয়ারী ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রায় সমান্তরালে ১৯৫৯ সাল থেকে বাংলাদেশের কোটি মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড। ৪৭৩ টি শাখা আর প্রায় ৮৫০০ সুদক্ষ কর্মীবাহিনী নিয়ে পরিচালিত প্রাইভেট খাতের বড় ব্যাংক পূবালী ব্যাংক। ২০১৯ সালে আরো ৯টি নতুন শাখা উদ্বোধনের প্রক্রিয়া চলমান। ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পূবালী ব্যাংক বর্তমানে ৭টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো'র মাধ্যমে সেবা পরিচালনা করছে এবং এবছরই আরো ৬টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো উদ্বোধন করা হবে। বাংলাদেশে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড প্রথম ব্যাংক যারা নিজস্ব জনবল ব্যবহার করে Realtime Online Banking Software প্রস্তুত করেছে এবং এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যাংকের সকল শাখা অনলাইন নেটওয়ার্ক এর আওতায় এসেছে। মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এটিএম, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি প্রযুক্তি নির্ভর নানাবিধ সেবা নিয়ে সম্মানিত গ্রাহকদের নিত্যদিনের ব্যাংকিং সেবায় মিশে আছে পূবালী ব্যাংক। এই পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক দায়িত্ববোধের জায়গাতেও পূবালী ব্যাংক সচেতন। সেই দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই পূবালী ব্যাংক বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও দেশের সকল জাতীয় দুর্যোগে সবসময় সরকারী ত্রাণ তহবিলে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পাশে থাকছে পূবালী ব্যাংক।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ আশ্বিন ১৪২৬
০৩ অক্টোবর ২০১৯

বাণী

১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এ বছর প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের ব্যাংকিং তথা আর্থিক খাতে এই সম্মানজনক পথ চলা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আমি মনে করি। ৬০ বছর পূর্তির এই শুভক্ষণে আমি ব্যাংকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই ব্যাংক আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য, পল্লী উন্নয়ন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিটেন্স আহরণ, কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে দেশ ও মানুষের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের কোটি মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে পূবালী ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে করছে আরও মজবুত।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুণর্গঠন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দেশের আর্থিক শিল্পের উন্নয়নে পূবালী ব্যাংকের অবদান অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড আগামীতে বিশ্বস্ততা, দক্ষতা ও আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে পূবালী ব্যাংক তার সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখবে- এ প্রত্যাশা করছি।

আমি পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর অব্যাহত সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ৬০ বছর পূর্তির এই শুভক্ষণে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদ, শেয়ারহোল্ডার এবং কর্মীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

১৯৫৯ সাল থেকে অব্যাহতভাবে এই ব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সেবার পথে, কল্যাণের ব্রতে ও নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে ব্যাংকিং সেবা প্রদানে এই ব্যাংক বহু ক্ষেত্রে অনুকরণীয় সাফল্যের দাবিদার।

দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি দেশের অগ্রসরমান অর্থনীতির একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও দুরদর্শিতার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে সফল ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এই প্রেক্ষিতে দেশের শিল্পায়ন, কৃষিবিকাশ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে গতিশীলতা এবং বৈদেশিক রেমিটেন্স আহরণে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ব্যাংকের ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই লগ্নে পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ভবিষ্যৎ পথচলায় স্বচ্ছ, ঝুঁকিমুক্ত ও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মদক্ষতা প্রত্যাশা করছি।

পূবালী ব্যাংকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাণী

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের প্রথম প্রজন্মের বেসরকারি ব্যাংক পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি ব্যাংকটির উদ্যোক্তা, পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও গ্রাহকদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক স্বাধীনতার পর পূবালী ব্যাংক নাম ধারণ করে দক্ষ পরিচালনা ও সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকটি গত ৬০ বছর ধরে উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান করে আসছে। ১৯৮৩ সালে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে শুরু হয় পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের নবজীবন। ইতোমধ্যেই তারা একটি অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে এবং আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে ব্যাংকটি আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

অর্থনীতির জোরালো প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্থিতিশীল আর্থিক খাতের জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং কার্যক্রমে যথাযথ পরিপালন সংস্কৃতি এবং কর্পোরেট সুশাসন। এছাড়া গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য প্রয়োজন উৎপাদনমুখী খাত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর দিকে আর্থিক সেবার প্রসার ঘটানো। এদিক থেকে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড গ্রাহকদের প্রযুক্তিনির্ভর সেবা, কৃষি ও এসএমই খাতে বিনিয়োগ, শিল্প খাতের বিকাশ, রেমিট্যান্স আহরণ এবং আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ষাট বছর পূর্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে, আমি আশা করি, ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রেখে ব্যাংকটি সকলের আস্থাভাজন হয়ে উঠবে।

এ শুভক্ষণে আমি পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের সার্বিক সমৃদ্ধি কামনা করছি।

ফজলে কবির

চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলাদেশে বেসরকারী খাতের সর্বাধিক সম্প্রসারিত ব্যাংক পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ৬০বছর পূর্তির শুভক্ষণে পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিবাদন।

এ উপলক্ষে আমি এই ব্যাংকের অগ্রগামীদের উদ্যোগকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি - যারা ব্যাংকটিকে গড়ে তুলতে শ্রম দিয়েছেন। এই শুভ দিনে, আমি আমাদের সাথে থাকা পূবালী পরিবারের সমস্ত সদস্যের এবং শুভাকাঙ্খীদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসা পূবালী ব্যাংক লিমিটেড বর্তমানে দেশব্যাপী ৪৭৩ টি শাখার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের সেবা করে চলছে। ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পূবালী ব্যাংক বর্তমানে ৭টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো'র মাধ্যমে সেবা পরিচালনা করছে এবং এবছরই আরো ৬টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো উদ্বোধন করা হবে। মানব সম্পদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, ব্যাংকিং সেবা পণ্যের বৈচিত্র্য, কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাভিত্তিক ঋণ প্রকল্প, কাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাংকটি একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্যাংকে রূপান্তরের পথে ক্রম অগ্রসরমান।

আগামী দিনের পথচলায় পূবালী ব্যাংক গ্রাহক ও দেশবাসীর সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি নির্ভরতার জায়গা তৈরী করে প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বুনন দৃঢ় করে তুলতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী। পূবালী ব্যাংক এখন ইন্টারনেট ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং পরিচালনা করছে, যার মাধ্যমে সম্মানিত গ্রাহক সামগ্রিক তথ্য সঠিকভাবে জানতে পারেন ও সহজ লেনদেনে অংশ নিতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐকান্তিক শ্রমে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড উত্তরোত্তর উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে এগিয়ে চলবে- এই আমাদের প্রত্যয়।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন এবং আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সত্য করে তোলার জন্য শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন।

মুঃ আযীযুল হক

পরিচালনা পর্ষদ ও উপদেষ্টা

মুঃ আযীযুল হক
চেয়ারম্যান

মনজুরুর রহমান
পরিচালক

মনির উদ্দিন আহমদ
পরিচালক

হাবিবুর রহমান
পরিচালক

ফাহিম আহমদ ফারুক চৌধুরী
পরিচালক

মোঃ আবদুর রাজ্জাক মন্ডল
পরিচালক

মুসা আহমেদ
পরিচালক

এম. কবিরুজ্জামান ইয়াকুব
পরিচালক

রুমানা শরীফ
পরিচালক

আজিজুর রহমান
পরিচালক

আরিফ এ. চৌধুরী
পরিচালক

আসিফ এ. চৌধুরী
পরিচালক

রানা লায়লা হাফিজ
পরিচালক

ড. শাহদীন মালিক
স্বতন্ত্র পরিচালক

মোঃ আব্দুল হালিম চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও

আহমদ শফি চৌধুরী
উপদেষ্টা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

শুভেচ্ছা বার্তা

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কিছু প্রতিশ্রুতিশীল এবং নিবেদিতপ্রাণ বাঙ্গালী উদ্যোক্তার হাত ধরে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা পাওয়া দি ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এর সফল এবং গর্বিত উত্তরসুরী আজকের পূবালী ব্যাংক লিমিটেড। এর প্রতিষ্ঠার প্রাণস্পন্দনে ছিল বাঙ্গালীর স্বাধিকার অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয়। এই ব্যাংকের সমৃদ্ধ ইতিহাসের যাত্রাপথ সব সময় মসৃণ ছিল না। কিন্তু দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং কর্পোরেট গভর্নেন্সের সর্বোত্তম চর্চা এটিকে পরিণত করেছে এদেশের অন্যতম একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই ব্যাংকের অবদান অনস্বীকার্য।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রগতির যাত্রাপথে সম্পৃক্ত সকলকে যারা আজ আমাদের মাঝে নেই। ব্যাংকের সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আমানতকারী, উদ্যোক্তাবৃন্দ, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ এবং ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংযুক্ত আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের এই অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হবে এবং দেশের অগ্রগতিতে রচিত হবে এর ধারাবাহিক উত্তরাধিকার এই কামনা করি।

মোঃ আব্দুল হালিম চৌধুরী